দেশে করোনায় মোট মৃত্যু ১৩১, আক্রান্ত ৪৬৮৯

বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। এনিয়ে মোট ১৩১ জন মৃত্যুবরণ করলেন। এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় ৫০৩ জন করোনাভাইরাসে সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৪,৬৮৯।

আজ শুক্রবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়।

অনলাইন বুলেটিনে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩,৬৮৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ৪ জন। এ নিয়ে মোট ১১২ জন।

গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বাংলাদেশে নতুন করে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছিলেন ৪১৪ জন। মোট শনাক্ত হয়েছিলেন ৪,১৮৬ জন। এ ছাড়া গতকাল পর্যন্ত আরও ৭ জন মারা যান। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১২৭। আর সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১৬ জন। মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন ১০৮ জন।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

দেশে গত ২৪ ঘন্টায় ৪জনের মৃত্যু

করোনাভাইরাসের মহামারীতে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ১৩১ জনে।

আজ শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত

মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা ব্রিফিংয়ে যুক্ত হয়ে এ তথ্য জানান।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। পরে ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা সেই পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিলো ইউপি সদস্য

মেহেরপুরের মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা জিবন ইসলাম নামের সেই অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিয়ে আসলেন ইউপি সদস্য শংকর বিশ্বাস।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা জিবন ইসলামের পরিবার অভুক্ত শিরোনামে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় এমন নিউজ প্রকাশ হওয়ায় ঐ দিন সন্ধায় ইউপি সদস্য তার বাসায় যেয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌছায়ে দিয়ে আসে।

এছাড়া লকডাউনে থাকা পরিবার গুলোর খাদ্য শেষ হয়ে গেলে পুনরায় জানানোর জন্য বলে আসা হয়।

ইউপি সদস্য শংকর বিশ্বাস জানান, লকডাউনে থাকা অসহায় সকলের বাসায় খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসার জন্য গ্রাম পুলিশ পাঠানো হয়। যে কোন ভাবে ঐ পরিবারটি বাদ পরে গিয়েছে। তবে বিকালে মেহেরপুর প্রতিদিনে নিউজ দেখার পর আমার নিজ উদ্যেগে আপাতত কিছু খাদ্য সামগ্রী দিয়ে আসি।

প্রসঙ্গত, ব্র্যাকের এক যক্ষাকর্মী করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ায় তার ভাড়াবাড়িসহ আশেপাশের ৬টি বাড়ি বুধবার সকালে লকডাউন করে প্রশাসন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের পুরুষ ওয়ার্ড লক ডাউন

মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালের পুরুষ ওয়ার্ড লক ডাউন করা হয়েছে।

হাসপাতালের আরএমও ডা.মখলেছুর রহমান এই লক ডাউনের ঘোষনা দেন।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বলে বিষয়টি নিশ্চিত করে মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া গ্রামের ইদ্রিস শাহর শরীরে করোনা ভাইরাস পজিটিভ হওয়ার পর হাসপালের পুরুষ ওয়ার্ড লক ডাউন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ইদ্রিস শাহ গত বুধবার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের পুরুষ ওয়ার্ডের একটি বেডে মৃত্যু বরণ করেন। পরে তার নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হলে রেজাল্ট করোনা পজিটিভ আসে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুর পূবালী ব্যাংকে সামাজিক দূরত্ব মানছে না গ্রাহকরা

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড মেহেরপুর জেলা শাখায় সাধারণ গ্রাহকসহ তামাক চাষিরা টাকা উত্তলনের জন্য গন জমায়েত হয়েছে। লম্বা লাইন দেখা গেলেও শারীরিক কোন দুরুত্ব ছিল না কোথাও। কেউ কেউ আবার কোন প্রকার নিরাপত্তা ছাড়াই লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল দীর্ঘক্ষণ। গত দুইদিন ধরে একই চিত্র লক্ষ্য করা যাচ্ছে পূবালী ব্যাংকের সামনে।

ইতিমধ্যে মেহেরপুরে করোনা ভাইরাসে মৃত্যু হয়েছে, সাথে আরো এক জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে।

এরপরও মানা হচ্ছে না সামাজিক বা শারীরিক দূরত্ব। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের কোনো পদক্ষেপ না থাকায় এমন হচ্ছে বলে জানিয়েছে সচেতন মহল। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে সবক্ষেত্রেই কাজ করেছে প্রশাসন কিন্তু মেহেরপুর পূবালী ব্যাংক লিমিটেড তামাম চাষীদের টাকা প্রদানের সময় কোন ভূমিকা কেন থাকবে এমন প্রশ্ন করেছেন অনেকেই।

মেহেরপুর পূবালী ব্যাংক লিমিটেডের ম্যানেজার এস এম আশরাফুল হকের সাথে কথা বললে তিনি বলেন, তামাক চাষীদের টাকা দিতে গিয়ে এই ধরনের গাদাগাদি বাইরে থাকতে কিন্তু কিন্তু ব্যাংকে পরীর ভিতরে পরিবেশটা মোটামুটি ভালো।

জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সদস্য সচিব ও মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বলেন, প্রশাসন আর কতটুকু ব্যবস্থা নিবে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের উচিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। সেই সাথে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। এরপরও আমি বিষয়টি প্রশাসন ও ব্যাংক কতৃপক্ষকে বলবো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য।

মুজিবনগরে লকডাউনে থাকা একটি পরিবার অভুক্ত

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর গ্রামের ৬টি বাড়ি বুধবার (২২ এপ্রিল) লকডাউন করা হয়েছে। এদের মধ্যে একটি পরিবারের ৪ সদস্য অভুক্ত সময় কাটাচ্ছেন। সরকারী ও স্থানীয় কোন সহযোগিতা না পেয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করা পরিবারে বাড়ছে ক্ষোভ।

ভুক্তভোগীরা বলেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কোয়ারিন্টিন করায় তিনি খোঁজ নিতে পারছেন না হয়তো। অন্য কেউ তাদের খোঁজ খবর না নেওয়া অসহায়ত্বের পাশাপাশি চরম ক্ষোভ বাড়ছে।

ভুক্তভোগী জীবন ইসলামের সাথে আজ বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে তিনটার দিকে মোবাইলে যোগাযোগ হলে তিনি বলেন, আমার বাড়িতে চাউলসহ খাদ্য দ্রব্য তেমন কিছুই নেই। আজ বৃহস্পতিবার সকালে আলু ভর্তা আর ভাত রান্না হয়েছিল। এখনো দুপুরের রান্না হয়নি। বাসায় আমার অসুস্থ বৃদ্ধ মা, স্ত্রী ও শিশু কন্যা রয়েছে। এমন অবস্থায় কিভাবে তাদের আহার জোগাবো তা ভেবে পাচ্ছি না।

জানা গেছে, লকডাউনে থাকা ৬টি পরিবারের মধ্যে তিনটি পরিবার দরিদ্র। এদের মধ্যে কেদারগঞ্জ জামে মসজিদের মোয়াজ্জিন জীবন মিয়া কওমি মাদ্রসার পাচকের কাজ করে সংসার চালাতেন। বেশ কিছুদিন আগে থেকে তার পেশাগত কাজ বন্ধ হলে দিনমজুরী শুরু করেন। লকডাউনে থাকায় এখন তার কোন রোজগার নেই।

প্রশাসন ও স্থানীয়দের সহায়তার বিষয়ে তিনি বলেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার কোয়ারিন্টিনে রয়েছেন তাই হয়তো তিনি মোবাইল রিসিভ করছেন না। স্থানীয় ইউপি সদস্য শংকরকে কয়েকবার কল দিলেও তিনি রিসিভ করেননি। কল কেটে দিচ্ছেন।

লক ডাউনে থাকা একজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, সকালে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একজন গ্রাম পুলিশ সদস্য লকডাউনে থাকা তিনটি পরিবারে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে গেছেন। জীবন ইসলামের কেউ কোন খোঁজ নেয়নি এবং খাবার পৌঁছায়নি।

তবে জেলা প্রশাসক আতাউল গনি বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে সব সহায়তা দেয়া হচ্ছে। কারো কোন সমস্যা হলে তিনি আমাদেরকে মোবাইলে জানালে দ্রুত ব্যবস্থা করা হবে।

প্রসঙ্গত, ব্র্যাকের এক যক্ষাকর্মী করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ায় তার ভাড়াবাড়িসহ আশেপাশের ৬টি বাড়ি বুধবার সকালে লকডাউন করে প্রশাসন। ওই দিন মৃত্যু বরণ করা এক ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষায় কোভিড-১৯ পজিটিভ হওয়ায় মুজিবনগর উপজেলা আজ বৃহস্পতিবার লক ডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির দাফন ও চিকিৎসায় সংস্পর্শে আসায় মুজিবনগরের ইউএনও, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ওসি (তদন্ত), চিকিৎসকসহ ২৪ জন কোয়ারিন্টিনে গেছেন।

চুয়াডাঙ্গায় করোনা উপসর্গ নিয়ে এক নারীর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার উথলী গ্রামে করোনা উপসর্গ নিয়ে সাবিনা খাতুন ছবি (৪৫) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। কয়েক দিন আগে থেকে তিনি জ¦র, কাশি ও সর্দিতে আক্রান্ত ছিলেন। বুধবার রাতে নিজ বাড়িতে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় মৃতের বাড়ির আশপাশের পাঁচটি বাড়ি লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। রাতেই মৃতের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগ। মৃত সাবিনা খাতুন ছবি উথলী গ্রামের রফিকুল ইসলামের স্ত্রী।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক জানান, করোনা উপসর্গ নিয়ে নারীর মৃত্যুর খবর পেয়ে বুধবার রাতেই তার শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য আজ বৃহস্পতিবার যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ^বিদ্যালয়ে স্থাপিত ল্যাবে সংগৃহীত নমুনা পাঠানো হবে।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজুল ইসলাম জানান, করোনা সংক্রমণ সন্দেহে নিহতের বাড়িসহ আশপাশের পাঁচটি বাড়ি লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। একই সাথে নিহতের সংস্পর্শে আসা সবাইকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় নতুন করে ৬ জনের করোনা শনাক্ত

চুয়াডাঙ্গায় নতুন করে আরো ৬ জনের করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এদের মধ্যে চারজন ঢাকা এবং একজন খুলনা থেকে চুয়াডাঙ্গায় এসেছেন। অন্যজন চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স। বৃহস্পতিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. এএসএফ মারুফ হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। এ নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় মোট শনাক্ত হলো ৮ জন। এর মধ্যে একজন ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গার সিভিল সার্জন জানান, প্রতিদিনই চুয়াডাঙ্গা জেলায় করোনা জীবাণু বহনকারী সন্দেহে একাধিক ব্যক্তির শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার যে রিপোর্ট এসেছে তাতে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের একজন সিনিয়র স্টাফ নার্স, আলমডাঙ্গার ৪ জন ও সদর উপজেলা এলাকার আরো একজনসহ মোট ৬ জন নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে তিনজন পুরুষ এবং তিনজন নারী। যাদের মধ্যে ২০-৩০ বছর বয়সের তিনজন, ৩১-৪০ বছর বয়সের দুইজন এবং ৪১-৫০ বছর বয়সের একজন রয়েছেন।

দেশে আরো ৭ জনের প্রাণ গেল করোনায়

করোনাভাইরাসের সংক্রমণে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ১২৭ জনে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক স্বপন ব্রিফিংয়ে যুক্ত হয়ে এ তথ্য জানান।

গতকালের ব্রিফিংয়ে ১০ জনের মৃত্যুর খবর দেওয়া হয়। মৃতদের মধ্যে পুরুষ ৭ জন, নারী ৩ জন ছিলেন। এদের মধ্যে ঢাকার ভেতরে ৭ জন এবং বাকি ৩ জনের বাড়ি ময়মনসিং, টাঙ্গাইল এবং নারায়ণগঞ্জ। বয়সের বিশ্লেষণে তাদের মধ্যে ষাটোর্ধ্ব ৩ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৩ জন এবং ২১-৩০ বছরের মধ্যে ছিলেন ২ জন।

দেশে নভেল করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) সংক্রমিত প্রথম রোগী শনাক্ত হয় গত ৮ মার্চ। পরে ১৮ মার্চ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ৪১৪ জন করোনায় আক্রান্ত

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আরও ৪১৪ জন করোনায় আক্রান্ত
গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে আরও ৪১৪ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার দুপুরে করোনাভাইরাস সংক্রান্ত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে এ তথ্য জানানো হয়।